তাহা হইলে এইপ্রকারে অভিধেয়তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হইল। এই অভিধেয় প্রসঙ্গে অন্যও যাহা কিছু বিশেষ জানিবার বিষয় আছে, তাহা শাস্ত্র ও মহাজনগণের আচরণ দৃষ্টে বুঝিয়া লইতে হইবে।

গুরুঃ শাস্ত্রং শ্রদ্ধা রুচিরনুগতিঃ সিদ্ধিরিতি মে
যদেতৎ তৎসর্ব্বং চরণকমলং রাজতি যয়োঃ।
কৃপাপুরস্যন্দস্নপিতনয়নাম্ভোজ যুগলৌ
সদা রাধাকৃষ্ণাবশরণগতী তৌ মম গতিঃ॥

শ্রীগুরুর শাস্ত্র, শ্রদ্ধা, রুচি, শরণাগতি ও সিদ্ধি আমার—এই সাধম যাহাদের চরণকমল অর্থাৎ যাঁহাদের চরণকমল সাধনেই সর্ব্বসাধন ও সর্ব্ব-সিদ্ধিস্বরূপে বিরাজমান, নিজচরণাশ্রিত জনের প্রতি অপার করুণা প্রবাহ-ধারায় যাঁহাদের নয়নাম্ভোজ সর্ব্বদা স্নপিত, সেই অশরণাগতি শ্রীশ্রী—১০৮ রাধাকৃষ্ণ আমার সর্ব্বদা সমাশ্রয়॥

ইতি কলিযুগপাবন স্বভজনবিভজনপ্রয়োজনাবতার
শ্রীশ্রীভগবৎকৃষ্ণচৈতন্যদেবচরণানুচর বিশ্ববৈষ্ণব
রাজসভাসভাজনশ্রীরূপসনাতনানুশাসন
ভারতীগর্ভে শ্রীভাগবতসন্দর্ভে ভক্তিসন্দর্ভো
নাম পঞ্চমঃ সন্দর্ভঃ॥ ৫॥

শ্রীভাগবতসন্দর্ভে সর্ব্বসন্দর্ভগর্ভগে
পঞ্চমো ভক্তিসন্দর্ভঃ সমাপ্তিমিহ সঙ্গতঃ॥

তত্ত্ব ভগবৎ প্রভৃতি ছয়টি সন্দর্ভ যাহার অন্তর্ভুক্ত, সেই শ্রীভাগবতসন্দর্ভের ভক্তিসন্দর্ভ নামক পঞ্চম সন্দর্ভখানি এইস্থলে সমাপ্তি প্রাপ্ত হইলেন॥

যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদোঽস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ং স্তবং স্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দং॥

শ্রীশ্রীধাম বৃন্দাবনে ৪৫১ চৈতন্যাব্দীয় শ্রীরামনবমী তিথিতে পরমারাধ্যতমা শ্রীল শ্রীযুক্তেশ্বরী মাতাগোস্বামিণীর শ্রীচরণরেণুপ্রসাদে মাদৃশ অজ্ঞজনও শ্রীশ্রীভক্তিসন্দর্ভের যথামতি বঙ্গানুবাদ নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্তি করিতে সমর্থ হইল।

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব দাসানুদাসাভাস শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামী

সমাপ্তোঽয়ং পঞ্চমঃ সন্দর্ভঃ।